তারিখ 5 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যায়যায়দিন

বরিশাল পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের এক কর্মীকে রামদা দিয়ে কোপাচ্ছে, নেয়া হচ্ছে অন্য এক কর্মীকে -যাযাদি

ঢাবি ও বরিশাল পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

যাযাদি রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বরিশাল পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল পলিটেকনিক অশান্ত হয়ে উঠেছে।
আমাদের ঢাবি প্রতিনিধি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন হলে সোমবার রাতভর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ গোলাগুলি করেছে। একই সঙ্গে এ সংঘর্ষে ২০ কর্মী আহত হয়েছে। এ সময় ১৫টি রুম ভাংচুর ও ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ১৩ জন ঢাকা মেডিকেল ও দুজন রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ এ ঘটনায় জড়িত দলের পাঁচ কর্মীকে বহিষ্কার করেছে।
এ ঘটনায় পুলিশ তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করেছে। মুহসীন হলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সংঘর্ষের পর সভাপতি মোহাম্মদ আলী গ্রুপের কর্মীরা হলে এবং সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিনের কর্মীরা ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের বাসভবনে অবস্থান করছে। ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার সকালে মুহসীন হল ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পূর্ব ঘোষিত ৫১ সদস্যের কমিটি সম্প্রসারণ করে ৬১ সদস্যে পরিণত করেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ১০ সদস্যের একটি তালিকা হলে টানিয়ে দেয়া হয়। তবে এ কমিটিতে সভাপতি গ্রুপের কর্মী বেশি হওয়ায় সাধারণ সম্পাদক তা মেনে নেননি। বিকালে সাধারণ সম্পাদক ওই কমিটিকে পরিমার্জন করে ১০১ সদস্য করার ঘোষণা ও কমিটির একটি খসড়া তালিকাও হলে টানিয়ে দেন। এতে উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যা গভীর রাতে সংঘর্ষে রূপ নেয়।
সূত্র জানায়, সোমবার রাত ৪টায় সভাপতি মোহাম্মদ আলী গ্রুপের কর্মীরা হলের তৃতীয় ও পঞ্চমতলায় অবস্থান সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সংঘর্ষ : ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় তারা মহিউদ্দিন গ্রুপকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সভাপতি গ্রুপ তিন ও পাঁচতলার সিঁড়িতে অবস্থান নিয়ে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীদের ধাওয়া দেয়। রাতভর দুই গ্রুপে এভাবেই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এক পর্যায়ে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীরা টিকতে না পেরে পিছু হটে। এ সময় সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা হামলা চালিয়ে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীদের ১৫টি রুম ভাংচুর করে। এর মধ্যে ১১১, ৪০৩, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪১০, ৪১৩ নাম্বার রুমে ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এতে রুমের কম্পিউটার, সার্টিফিকেট, খাট, আলমারি প্রভৃতি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
সংঘর্ষের সময় ভীত হয়ে বেশ কিছু সাধারণ ছাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয়তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে চারতলা থেকে লাফিয়ে পড়া মুনিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে আহত অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
রাতভর সংঘর্ষের এক পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী গ্রুপ হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ সময় মহিউদ্দিন গ্রুপের নেতাকর্মীরা হল ছেড়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। ভোর সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. আনজাম হোসেন হাউস টিউটর ও পুলিশ নিয়ে হলের ভেতর প্রবেশ করেন।
দ্বিতীয় দফায় সকাল ৬টায় সংঘর্ষ থেমে গেলে সভাপতি গ্রুপের কর্মী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রলীগ কর্মী শফিকে টিএসসির পশ্চিম গেটে একা পেয়ে মহিউদ্দিন গ্রুপের কর্মীরা তার ওপর হামলা চালায়।
এ খবর পেয়ে মোহাম্মদ আলীর কর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের মারধর করে। এ সময় সেখান থেকে পুলিশ মোহাম্মদ আলী গ্রুপের তিন কর্মীকে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়। তারা হলো দর্শন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মামুন, ফিন্যান্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জাহের ও শিল্প ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সাকিব।
দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হয়েছে মনোবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এনামুল, মোয়াজ্জেম হোসেন লিটন, মিলন, মামুন হোসেন, রিপন (ফিন্যান্স তৃতীয় বর্ষ), লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জিয়াউর রহমান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র রহমতুল্লাহ, ওয়ারেস (মার্কেটিং চতুর্থ বর্ষ), আলিফ, সুফিয়ান, রাসেল, রবি, ফারুক, সাকের, সাইফ, মাশরুক, মনির, মনিরুল ইসলাম। দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সবুজকে চাপাতি দিয়ে কোপানো হয়। এছাড়া এনামুলের ডানহাত ভেঙে দেয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে হল সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের নিয়ে হল দখলের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীসহ সাধারণ ছাত্ররা তা প্রতিহত করেছে। তবে সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন সংঘর্ষের জন্য তদন্ত কমিটি ... আবাসিক শিক্ষক আখতারুজ্জামান ও সহকারী আবাসিক শিক্ষক হাফিজউদ্দিন ভূঁইয়া। কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন হলের সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক আব্দুল কালাম সরকার।

বরিশালে সংঘর্ষ

বরিশাল অফিস জানায়, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষে বরিশাল পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে রক্ত ঝরেছে। এতে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। গুরুতর পাঁচজনকে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রলীগ নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরোধ নিয়ে এ ঘটনার সূত্রপাত।
ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, পলিটেকনিক ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে কয়েকদিন ধরেই ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে উত্তেজনা চলে আসছিল। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় ক্যাম্পাসে রাজ্জাকের সমর্থক পলিটেকনিকের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের অষ্টম সেমিস্টারের ছাত্র নজরুলকে ঘিরে ধরে প্রতিপক্ষ ছাত্ররা। তার বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রদের মোবাইল ফোন, টাকা-পয়সা লুটে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে তাকে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যেতে বলা হয়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে নজরুলকে বেদম মারধর করে রাজ্জাকবিরোধী ছাত্রলীগ কর্মীরা। পরে তারা রাজ্জাকের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে। বিষয়টি জানতে পেরে ক্যাম্পাসে আসেন রাজ্জাক। এ সময় তাকে গেটেই আটকে দেয় প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগ কর্মীরা। কলেজে ছাত্রত্ব নেই- এ অজুহাতে তাকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে নিষেধ করা হয়। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে মহানগর ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত নেতা কামরুজ্জামান লিমন ছুটে আসেন। তিনি উভয় গ্রুপকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তবে এ সময় ক্যাম্পাসে রাজ্জাকবিরোধীরা সংগঠিত হয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে। অন্যদিকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজ্জাক ছাত্রলীগ বিএম কলেজ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মঈন তুষারসহ ৩০-৪০ ছাত্রলীগ কর্মীকে নিয়ে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র উঁচিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। তারা প্রতিপক্ষ মিঠু গ্রুপের কর্মীদের কুপিয়ে জখম করে। এ সময় ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতিতেই রাজ্জাকবিরোধী ইলেকট্রিক্যাল প্রথম বর্ষের ছাত্র সুবির, তৃতীয় বর্ষের সবুজ, প্রথম বর্ষের রিয়াজ, সিভিল চতুর্থ বর্ষের হিমেলকে কুপিয়ে জখম করে। সবুজের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার হাত-পায়ের রগ কেটে ফেলা হয়েছে। হামলার পর মিঠু গ্রুপ সংগঠিত হওয়ার আগেই হামলা শেষ করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন আবদুর রাজ্জাক ও তার সহযোগীরা। এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অতিরিক্ত পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্যাম্পাসে অবস্থানরত মিঠু গ্রুপের সদস্যসহ সাধারণ ছাত্ররা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে ক্যাম্পাসে দায়িত্বরত এক এসআইসহ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ঘটনার জন্য তাদের দায়ী করা হয়। মহানগর পুলিশ কর্মকর্তার ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর অধ্যক্ষসহ কলেজ প্রশাসন ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তারা